দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 04 JUL 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

সম্পাদকীয়:

বিষয়টি ভাবিয়া দেখুন

সরকার কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ৭৭টি স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার নির্দেশ দিয়াছেন এবং এইসব প্রতিষ্ঠান হইতে যে সমস্ত সার্টিফিকেট প্রদান করা হইয়াছে তাহা বাতিল ঘোষণা করা হইয়াছে। গত ৮ই মে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অবঃ) ডাঃ মতিউর রহমানের সভাপতিত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয় এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় বলা হয়, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড পূর্ব পাকিস্তানের কারিগরি শিক্ষা ১৯৬৭ সালের অ্যাক্টের সিডিউলের অপব্যাখ্যা করিয়া এই প্রতিষ্ঠানগুলির অনুমোদন দিয়াছিল। অথচ এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন দেওয়ার ক্ষমতা রাখে কেবলমাত্র স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ।

স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত ৭৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিয়া দেওয়া ও এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান হইতে যাহারা সার্টিফিকেট লাভ করিয়াছে তাহাদের সার্টফিকেট বাতিল ঘোষণা করার ঘটনা সারাদেশে তোলপাড় সৃষ্টি করিবে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই। কেননা এই ৭৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সারাদেশে এক বছরে স্থাপিত হয় নাই। ইহার জন্য অনেক বছর সময় লাগিয়াছে। অন্যদিকে এখান হইতে পাস করা ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অবশ্যই কয়েক সহস্র হইবে যাহারা দীর্ঘদিন যাবৎ সরকারী ও বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ, হাসপাতাল, ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ল্যাবরেটরী, ক্লিনিক ইত্যাদিতে চাকুরী করিতেছে। আবার যে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে অধ্যয়ন করিতেছে তাহাদের বিষয়টিও উপেক্ষণীয় নয়। কেননা তাহারা সরকারী কারিগরি বোর্ড অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হইয়াছে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত টেকনিক্যাল বিষয় শিক্ষার জন্য। কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এই প্রতিষ্ঠান অনুমোদন দেওয়ার অধিকারী কিনা তাহা দেখার দায়িত্ব তাহাদের নয়। তাহারা ইহাকে বৈধ প্রতিষ্ঠান মনে করিয়াই ভর্তি হইয়াছে এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় পরীক্ষা প্রদানের মাধ্যমে সার্টিফিকেট লাভ করিয়াছে। এই সার্টিফিকেট নিয়া অনেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরীও করিতেছে। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে, সরকার হইতে তাহাদের সার্টিফিকেট বাতিল ঘোষিত হওয়ার পরিণতি কী হইতে পারে। এমন আশঙ্কা অমূলক নয়, বাতিল ঘোষণাকৃত কিংবা আগেকার সার্টিফিকেটধারী ব্যক্তি সরকারী সেবা প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত হইলে তাহাদের চাকুরী চ্যুতি ঘটা বিচিত্র নয়। বেসরকারী সেবা প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত হইলেও চাকুরী যাওয়ার আশঙ্কা থাকিয়াই যায়। বর্তমান বাজারে নিম্ন-বেতনের কাহারো চাকুরীচ্যুতির পরিণতি কী হইতে পারে তাহা এখন কাহারো অজানা থাকার কথা নয়। উল্লেখযোগ্য বিষয়, এই প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ হইতেছে প্রশিক্ষণগত কোন কারণে নয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলির অনুমোদন দেওয়ার এখতিয়ার কারিগরি বোর্ডের নাই বলিয়া ইহা বন্ধ হইতেছে। এখানে প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের দোষ খুঁজিয়া বাহির করা দুষ্কর।

বলাবাহুল্য, বাংলাদেশের লোক সংখ্যা এখন ১৪ কোটির অধিক, ইহাদের কে রোগী, আর কে রোগী নয়, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। বস্তুত রোগ ও রোগীর সংখ্যা বেশী হওয়ায় উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত দেশে শত শত সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতাল, ক্লিনিক, ল্যাবরেটরী, ডায়াগনস্টিক সেন্টার স্থাপিত হইয়াছে এবং এইগুলি পরিচালনার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর হাজার হাজার টেকনিশিয়ান, সহকারী ইত্যাদি প্রয়োজন। বস্তুত সে প্রয়োজন পূরণ করার উদ্দেশ্যে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপিত হইয়াছে। এক তথ্যে জানা যায়, দেশে এ ধরনের বৈধ ৩টি সরকারী ও ২১টি বেসরকারী টেকনিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। এই ২৪টি প্রতিষ্ঠান হইতে যে সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী পাস করিয়া বাহির হয় তাহারা এই হাজার হাজার প্রতিষ্ঠানের চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট নহে ইহা ভাবিবার সঙ্গত কারণ রহিয়াছে। তাহা ছাড়া প্রশ্ন উঠে এই যে বছরের পর বছর কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, এই সমস্ত টেকনিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনুমোদন ও সেসবের পরীক্ষা পরিচালনা করিয়া আসিয়াছে, কর্তৃপক্ষ তাহা দেখেন নাই কেন? তাই দোষটা কেবল কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের একার নয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা অধিদপ্তরেরও।

বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের অভাবে মেধা কম থাকা সত্ত্বেও হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী কলেজে ভর্তি হয় এবং বারংবার পরীক্ষা দিয়া উচ্চতর ক্লাসে ওঠার চেষ্টা করে। দেশে বিপুলসংখ্যক টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ থাকিলে তাহারা আইএ-বিএ পড়িতে না গিয়া টেকনিক্যাল স্কুল-কলেজে ভর্তি হইত। উন্নত দেশে তাহাই হয়। বাংলাদেশে ৭৭টি নয় আমরা মনে করি আরো কয়েকশত টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। সরকারের উচিত, এই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উৎসাহিত করা। তবে দেখিতে হইবে সেখানে প্রশিক্ষণ মান যেন উন্নত হয় এবং সেসব প্রতিষ্ঠান হইতে হইতে যাহারা পাস করিয়া বাহির হইবে তাহারা যেন কর্মক্ষেত্রে সাফল্য প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয়। গোটা বিষয়টি পুনর্বিবেচনার দাবী রাখে বলিয়া আমরা মনে করি।